শিশির সান্নিধ্যে

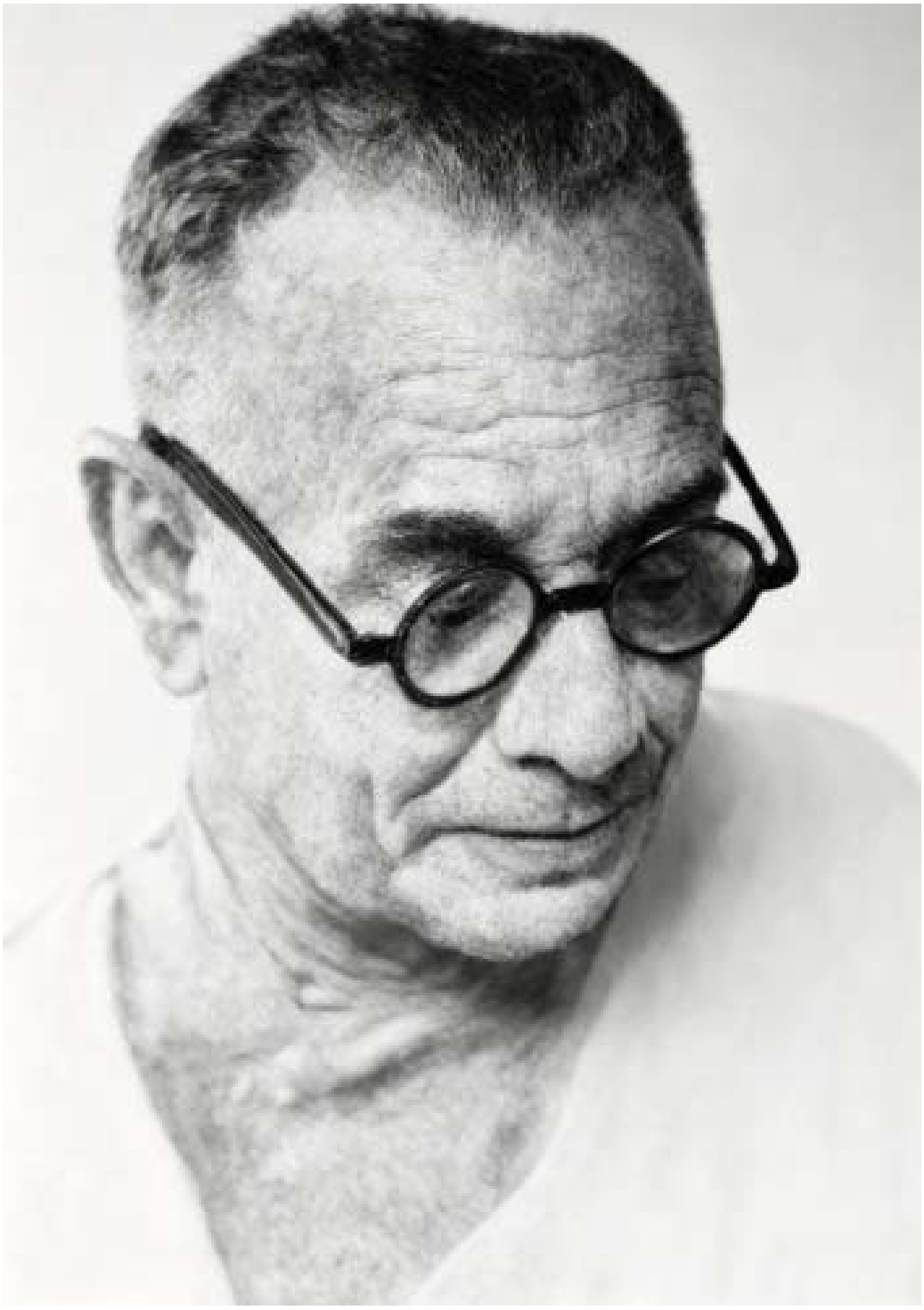

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

জন্ম : ২ অক্টোবর ১৮৮৯ মৃত্যু : ২৯ জুন ১৯৫৯

শিশির সান্নিধ্যে

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ

দেবকুমার বসু
ও ডাঃ রবি মিত্র

পুনশ্চ

SISIR SANNIDHYE
A Book on Great Theatrist Sisir Kumar Bhaduri
by Debkumar Basu O Dr. Rabi Mitra

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-969-2

Price ₹ 325

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রথম প্রচ্ছদের ছবি : 'রীতিমত' নাটকে দিগম্বর চরিত্রে শিশিরকুমার
পৃষ্ঠ প্রচ্ছদের ছবি: 'সীতা' নাটকে রাম-এর চরিত্রে শিশিরকুমার
এই বইয়ে ব্যবহৃত রেখাচিত্রগুলি শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

দাম ₹ ৩২৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabook@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী
শ্রীপরিমল গোস্বামী
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
শ্রীহীরেন চৌধুরী
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রীহেমকুমার বসু
শ্রীঅমৃতময় মুখোপাধ্যায়
শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপ দাসগুপ্ত (দাসগুপ্ত স্টুডিও)

২৭৮ বি, টি, রোডের বাড়িতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী

উপস্থাপনা

আমি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িকে কখনও দেখিনি। দেখার অবকাশও ছিল না। ওঁর মৃত্যুর প্রায় বছর দেড়েক পরে আমার জন্ম। কিন্তু আমি বড়ো হয়ে উঠেছি শিশিরকুমারের আবহে। যে ঘরে আমি থাকতাম তার দেয়ালে একটাই ছবি টাঙানো থাকত। নাট্যাচার্যের নিজের সই করা বেশ বড়ো একটা ছবি। দশ বাই দশের ঘরের এক কোণে সবুজ কাপড়ে মোড়া একটা গদি মতো রাখা থাকত—যেটাতে কারোর বসার অনুমতি ছিল না। পরে জেনেছিলাম শ্রীরঙ্গম মঞ্চ হাতছাড়া হবার পর দেবকুমার বসুর 'গ্রন্থজগৎ' প্রকাশনা দপ্তরে নাট্যাচার্যকে ঘিরে যে নাটক পাঠ ও আলোচনার আসর বসত, নাট্যাচার্য ওই গদিতেই বসতেন। বাড়িতে একটা বিশাল তরোয়াল ছিল। নাট্যাচার্য কোনো একটা নাটকে ব্যবহার করতেন। খুব সযত্নে রেখে দেওয়া ধুতি, পাঞ্জাবি। নাট্যাচার্য ষোড়শীর অভিনয়ের সময়ে পরেছিলেন। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হতে হতে বেশ অনুভব করতে পারছিলাম, আর ঈর্ষান্বিতও হচ্ছিলাম, আমি বাড়িতে সর্বকনিষ্ঠ ও সকলের খুব প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাড়িতে আমার থেকেও অধিক গুরুত্ব যিনি আদায় করে নিতেন তিনি শিশিরকুমার। আমাদের বাড়িতে যাঁরা আসতেন, বা আমি আমার পিতৃদেবের সঙ্গে যেখানে যেতাম বেশিরভাগ জনের সঙ্গেই আলোচনার বিষয় থাকত শিশিরকুমার এবং তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ। তখন ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়ি। মধ্যবিত্ত বাঙালির আইডল সেইসময় উত্তমকুমার। পিতৃদেবকে একদিন প্রায় বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী সবসময় শিশিরকুমারের কথা বলো, স্কুলে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি কেউ শিশিরকুমারের নামই শোনেনি। উত্তমকুমারকে সবাই জানে। পিতৃদেব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন, সেই স্বর এখনও আমার কানে বাজে... আর একটু বড়ো হলে বুঝবে শিশিরকুমারই অভিনয়ের শেষ কথা।

পরবর্তী সময়ে এই বোঝার চেষ্টাতেই আমার অনুসন্ধান। যত আমি বোঝার চেষ্টা করেছি ততই যেন তলিয়ে গিয়েছি অতলে। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে নাদির শাহের ভূমিকায় তিনি একটি সংলাপ বলতেন। যার অর্থ হচ্ছে, তোমার কল্পনার চেয়ে আমি বৃহৎ, তোমার আদর্শের চেয়ে আমি মহৎ, তোমার কল্পনার সাধ্য কী তার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আমাকে বেঁধে রাখে। শিশিরকুমার নামক ব্যক্তিটির অতল অনুসন্ধানে এই কথাগুলোই বার বার মনে হয়েছে। শিশিরকুমার কোনো একক ব্যক্তিত্ব নন, অনেকগুলো ব্যক্তিত্বের এক জটিল